মডিউল-৩ কাব্য: "মেঘনাদবধ কাব্য" (প্রথম সর্গ)
শ্রীমধুসূদন দত্ত

প্রথম সর্গের বিষয় সংক্ষেপ:

"মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম হল- 'অভিষেক'; কাব্যের শেষে বলা হয়েছে— "ইতি শ্রী মেঘনাদবধ কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

আলোচ্য সর্গের সময়কাল দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সর্গের ঘটনা শুরু হয়েছে রাবনের রাজসভায়, সেখান থেকে ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে লঙ্কার প্রাসাদের চূড়া, সমুদ্রের নীচে অবস্থিত বারুণীর গৃহ, লঙ্কায় লক্ষ্মীদেবীর গৃহ হয়ে মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান পর্যন্ত। এর পর মেঘনাদের সেনাপতি পদে অভিষেক ঘটেছে এই সর্গেই। রাবন কেন্দ্রিক মূল কাহিনীর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সংগতিসাধন করেছে বারুনী ও মুরলার উপকাহিনী,

প্রাচীন বাংলার কবিগন নানা দেব-দেবীর বন্দনা ও মঙ্গলাচরন করে যেভাবে কাব্যের সূচনা করতেন, তা না করে কবি মধুসূদন ইউরোপীয় কবিদের অনুসরণে বীনাপানির এবং কল্পনার (invocation) আবাহন করেছেন। কাব্যলক্ষ্মী সরস্বতীর কাছে কবি জানতে চাইলেন কি কৌশলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করলেন—

"কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা,
ইন্দ্রজিত মেঘনাদ- অজেয় জগতে-
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?"

এর পর কবি দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন দেবী যেমন করে দস্যু রত্নাকরকে তাঁর কৃপায় মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত করেছেন, তিনি তেমনভাবেই তাঁর অধম সন্তান মধু কবিকেও যেন আশীর্বাদ করেন, এর পর কল্পনা দেবীর কাছে কবির প্রার্থনা—

"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এর পর দেখা যাচ্ছে কনক আসনে অর্থাৎ সোনার সিংহাসনে বসে আছেন মহাবলী রাবন, তাঁর এই উপবেশনকে অসাধারন একটি উপমার সাহায্যে প্রকাশ

Scanned with CamScan

করলেন কবি—

" কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট- হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জঃ। "

দশাননকে বেষ্টন করে আছেন শত শত পাত্র, মিত্র সভাসদ। চারদিকে ছড়িয়ে তাঁর রাজসভায় নানা রত্নরাজি শোভা পাচ্ছে। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণের সারিবদ্ধ সব স্তম্ভ উঁচু স্বর্ণছাদকে ধরে রেখেছে। মুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত, হীরা প্রভৃতি রত্নগুলি ঝালরে ঝুলছে। সুন্দরী কিঙ্করী চামর দুলাচ্ছে, ছত্রধর ছাতা ধরে আছে। ~~এই দৃশ্যাবলি~~ এই দৃশ্যাবলি অসাধারণভাবে উপমিত হয়েছে—

" ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক ভীষণ মুরতি,
পান্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। "

রাবনের রাজসভার দ্বারের দৌবারিকেরা শূলপাণির সাথে তুলনীয়, এর সাথে ভেসে আসছে মনোহর বাঁশির মধুর সুর, গৌরবের দিক থেকে এই রাজসভা ইন্দ্র প্রস্থের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

এহেন সভায় বসে পুত্র শোকাতুর রাবন ঝর ঝর ধারায় কাঁদছেন, ভগ্ন দূত মকরাক্ষ জোড়হাতে অবনত শিরে সামনে এসে দাঁড়ায়। এই দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাকুল রাবন। সমস্ত রাজ সভাও শোকের সাগরে নিমজ্জিত। এই শোকময় পরিবেশটি কবির উপমার অলংকারে চিত্রময় হয়ে উঠেছে—

" সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। "

রাতের দুঃস্বপ্নের মতই ভগ্ন দূতের বার্তা, যাঁর বাহুবলে দেবতারাও ভীত, সেই পুত্রকে ভিখারী রাঘব কীভাবে বধ করলো, ~~কোন~~ কোন পাপের ফলে রাবন তাঁর প্রিয়পুত্রকে হারালেন বুঝতে পারছেন না, এই পুত্র শোকের যন্ত্রনা কেমন করে তিনি সহ্য করবেন, এখানেও দেখা যায়, কবির অসাধারণ অলঙ্কারিক ব্যবহার—

" বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে

নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমনি দুর্বল, দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর।"

বনের মধ্যে কাঠুরিয়া যেমন একটা একটা করে ডাল কেটে অবশেষে বৃক্ষটাকে কেটে ফেলে, তেমন করেই শত্রু রামচন্দ্র তাঁকে সমূলে নির্মূল করবে, তা না হলে অসময়ে কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কেন তার মৃত্যুর কারন হবেন রাবন। কি কুক্ষণে তিনি শূর্পনখার দুঃখে আকুল হয়ে অগ্নিশিখা রূপী সীতাকে হরন করে এনে লঙ্কা বিধ্বংসের কারন হয়ে উঠলেন। রাবনের সুন্দর পুরী এখন নাট্যশালার মত মনে হচ্ছে। সেখানকার সব বাদ্যযন্ত্র থেমে গেছে। গভীর অন্ধকার গ্রাস করেছে স্বর্ণোজ্জ্বল লঙ্কাপুরীকে।

লঙ্কার এহেন ঘোর সংকটময় সময়ে, শোকাচ্ছন্ন রাবনকে মন্ত্রী সারন সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করলেন। সারন জানালেন—

"হে রাজন, ভুবন বিখ্যাত,
রাক্ষস কুল শেখর ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষত এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।"

জগত সংসার মায়াময়, বৃথা সুখ দুঃখ, রাবন মন্ত্রী সারনের কথা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে বোঝাতে বা প্রবোধ দিতে পারলেন না। তিনি জানেন বিশ্ব সংসার মায়াময়, সুখ-দুঃখ সবই বৃথা — এ সব তিনি জানেন; তবু—

"কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

এখানে রাবনের এই উক্তি গভীর জীবন সত্যের [illegible] পরিচয় দেয়, সব জেনেও মানব জীবনের বৃথা আশা মরেও মরেনা, শোকের হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই।

P.T.O

Scanned with CamScanner

রাবন শুধু একজন পিতা নন, একজন সম্রাটও বটে, তাই পুত্রশোকের আড়াল অতিক্রম করে তিনি সেই যুদ্ধে তাঁর বীরপুত্র বীরবাহুর কীভাবে মরন হল ভগ্ন দূতকে তা বর্ণনা করতে বললেন. রাজার আদেশ মত প্রনাম করে দূত বীরবাহুর বীরত্ব ও মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা করে চললেন। মদমত্ত হাতির মত বীরবাহু অরি অর্থাৎ শত্রুদের মাঝে প্রবেশ করলেন —

"মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর।"

কিন্তু হঠাৎ সিংহের মহাবৃষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার মত রামচন্দ্র বীরবাহুর ওপর আক্রমন শুরু করেন। সেই ভীষন আক্রমনে এই ভগ্নদূত মকরাক্ষ ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। মকরাক্ষের পৃষ্ঠদেশে আঘাত না লাগলেও, বক্ষদেশে আছে অস্ত্রের চিহ্ন —

"ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

কি অসাধারন বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে মকরাক্ষের কথায়, যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে তিনি পীঠ ফিরিয়ে চলে আসেননি, ভগ্ন দূতের এই বর্ণনা শুনে রাবনের দুচোখ জলে ভরে উঠলো, পরক্ষনে রাজা রাবন গর্বের সাথে জানালেন —

"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরু ধ্বনি শুনি কাল ফনী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী।"

এমন বীর পুত্রের জন্য সমগ্র লঙ্কা গর্বিত। এর পর সেই অতলান্ত পিতৃহৃদয়ের পরিচয়, সেই বিয়োগান্তক দৃশ্য যা ভিজিয়ে দেয় আমাদের পাঠকের হৃদয়কে, নয়নকে করে তোলে অশ্রুসিক্ত —

"মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবন
'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপু দলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি- রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় শত ধিক তারে!

P.T.O

তবু, বৎস, যে হৃদয়ে, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র- আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জনে
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ পিতা, এ কি রীতি তব
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে।"

পুত্রের মৃত্যু দৃশ্য দেখে রাবনের মনে একদিকে যেমন গর্ব হল, অন্যদিকে আবার তাঁর পিতৃ হৃদয়ে বেদনায় আকুল হয়ে উঠল, জগৎ পিতার কাছে রাবন জানতে চাইলেন, তিনি কেন বোঝেন না পিতার এই অন্তর দহন।

— o —